সংবাদ

তারিখ . . 30 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৭ ......

রাজারহাট পুটিকাটা সর. প্রা. বিদ্যালয়

পাঁচবার শাস্তিমূলক বদলির পরও বেপরোয়া প্রধান শিক্ষক

প্রতিনিধি, রাজারহাট (কুড়িগ্রাম)

কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট উপজেলার পুটিকাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আলোচিত প্রধান শিক্ষক মোখলেছুর রহমান একের পর এক অপকর্মে জড়িয়ে পড়লেও শিক্ষা প্রশাসন নিরব। গত ১৮ বছরে তার বিরুদ্ধে ২ জন সহকারী শিক্ষিকা, একজন ছাত্রী, একজন ছাত্রীর মা এবং শ্যালকের সাথে বিয়ে দেয়ার নাম করে এক তরুণী'র শ্লীলতাহানির অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠে দু'বার। এসব কারণে তাকে কমপক্ষে ৫ বার শাস্তিমূলক বদলি করা হয়। এ ব্যাপারে বিভাগীয় মামলা ছাড়াও মামলা আদালতে গড়ায়। প্রতিবারই তিনি আইনের ফাঁকফোকর গলিয়ে এবং কর্তৃপক্ষকে মোটা অংকের টাকায় ম্যানেজ করে এখন পর্যন্ত অদৃশ্য খুঁটির জোরে বহাল তবিয়তে আছেন। তার কর্মস্থলের সকল স্টেশনে' একটা না একটা অপকর্ম ঘটিয়েছেন। ফলে এখন আতঙ্কের নাম শিক্ষক মোখলেছুর রহমান। লম্পট এ শিক্ষকের হাতে নারী সহকর্মী, ছাত্রী, ছাত্রী'র মা-বোন, স্কুল পার্শবর্তী নারী কেউ নিরাপদ নয়।

ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, উপজেলা প্রশাসন ও প্রাথমিক শিক্ষা অফিস তার শক্তির কাছে মাথানত করে আছে। তার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ করেও শিক্ষা বিভাগ কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় তারা হতাশ। উল্টো অভিযোগকারীদের হেনস্তার স্বীকার হতে হচ্ছে শিক্ষা কর্মকর্তাদের কাছ থেকে। এ কারণে মোখলেছুর দোর্দণ্ড প্রতাপে তার অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। অনুসন্ধানে জানা যায়, অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক মোখলেছুর রহমান যেখানেই চাকরি করেছেন সেখানেই অপকর্ম করে স্থানীয়দের দ্বারা শালিস বৈঠকের মাধ্যমে টাকা-পয়সা দিয়ে নিজেকে রক্ষা করছেন। তার অপকর্ম প্রথম বেড়িয়ে পড়ে ১৯৯৮ সালে। এসময় তিনি ভীমশর্মা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরিরত অবস্থায় এক সহকারি শিক্ষিকাকে লাইব্রেরি রুমে জড়িয়ে ধরে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেন। বিষয়টি জানাজানি হলে তাকে শাস্তিমূলক বদলি করা হয় নওদাবস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সেখানে সময়মতো স্কুলে উপস্থিত না হওয়া এবং এলাকার লোকজনের সাথে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ায় তাকে ২০০০ সালে বদলি করা হয় রামহরি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এখানে এসে স্কুলের এক শিক্ষার্থীর মায়ের সাথে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েন। একদিন স্থানীয়রা তাকে হাতেনাতে আটক করে। পরে শালিস বৈঠকে ৫০হাজার টাকা জরিমানা দিয়ে দফারফা করেন। এ ঘটনার তাকে ফরকেটহাট বিশেষ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বদলি করা হয়। এখানে মেয়েটিকে তার শ্যালকের সাথে বিয়ের কথা বলে সিঙ্গারডাবড়ীহাটস্থ নিজ বাড়ীতে নিয়ে আসেন তিনি। এখানে সুযোগ পেয়ে শ্লীলতাহানির সময় স্থানীয়দের হাতে ধরাপরেন। এ সময় তাৎক্ষণিক ৬০ হাজার টাকা জরিমানা দিয়ে রক্ষা পান তিনি। এ ঘটনার পর টানা ১৫ দিন স্কুলে অনুপস্থিত থাকেন। এরপর বদলি হন সুন্দরগ্রাম পুটিকাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এই স্কুলে'র ৫ম শ্রেণীর এক শিক্ষার্থীর সাথে ২০০২সালে অবৈধ সম্পর্কে জরিয়ে পরে হাতেনাথে ধরা পড়েন। স্থানীয়রা তাঁকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে রুমে তালাবদ্ধ করে রাখে। পরে রাজারহাট থানার পুলিশ তাকে উদ্ধার করে। থানা ৩০ হাজার টাকা নিয়ে মাঝ পথে শিক্ষককে ছেড়ে দেয় বলে অভিযোগ করেন ঐ স্কুলের তৎকালীন সভাপতি ও বর্তমান প্রেসক্লাব রাজারহাট সভাপতি এস এ বাবলু। এ ব্যাপারে আদালতে মামলা হলে ২ মাস স্কুলে অনুপস্থিত থাকেন তিনি। পরে হাইকোর্ট থেকে জামিন নিয়ে আসেন। এ বিষয়টিও মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে রফাদফা করে স্কুলে যোগদান করেন। ২০০৭ সালে তাকে বদলি করা হয় চর খিতাব খাঁ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সেখানে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির টাকা আত্মসাৎ করেন। এ অভিযোগে ২০১৩সালে তাকে আবারও শাস্তিমূলক বদলি করা হয় ঘড়িয়ালডাঙ্গা পুটিকাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সর্বশেষ এই স্কুলের এক সহকারি শিক্ষিকার সাথে অসৌজন্যমূলক ব্যবহার ও অশ্লীল কথাবার্তা বিষয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন ২০১৫ সাল থেকে। মৌখিক অভিযোগ করে উল্টো হয়রানীর শিকার হতে হয় তাকে। পরে অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অডিওতে ধারণ করা কথাবার্তাসহ লিখিত অভিযোগ শিক্ষা বিভাগে পেশ করা হয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে প্রধান শিক্ষক সহকারি শিক্ষিকাকে লাথি মেরে স্কুল থেকে বের করার হুমকি দেন প্রকাশ্যেই। ফলে বিষয়টি নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে।

অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক মোখলেছুর রহমান তার বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, তিনি বারবার ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে আসছেন। বিভাগীয় তদন্ত এবং আদালতেও তিনি নির্দোষ প্রমানিত হন। এবারও তিনি তদন্তে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারবেন বলে দাবি করেন। রাজারহাট উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আকতারী পারভীন জানান, অভিযুক্ত ঐ প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে সহকারী শিক্ষিকার শ্লীলতাহানির চেষ্টাসহ উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। এর আগে উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়। আর এখন শ্লীলতাহানির চেষ্টার অভিযোগের দালিলিক প্রমাণাদি নিয়ে তদন্ত চলছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এনামুল হক জানান, পুটিকাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোখলেছুর রহমান একজন দুর্নীতিবাজ ও চরিত্রহীন মানুষ এই মর্মে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। সহকারি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এস এম শাহজাহান সিদ্দিকীকে বিষয়টি তদন্ত করছেন। তদন্ত প্রতিবেদন পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।